জল জঙ্গল

এরকথা

সংরক্ষণের জন্য শেষ পর্যন্ত

উদ্যোগ-৩ ■ বর্ষ-১ ■ সংখ্যা-৩ ■ ১০০ টাকা
Title Code : WBBEN15532

জঙ্গল
রাজামাল্লাই
রঙ্গনাথিট্টু বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারি

ম্যানগ্রোভ চর্চা
বিচিত্রপুর
ভিতরকণিকা
সুন্দরবন

পাখি
ঝুপুস পাখির কথা
ফ্লেমিংগোর সন্ধানে
কেন্দুয়ার পরিযায়ীরা
মাছ মারোল
শর্ট ইয়ার্ড আউল
কেশরাজ

জল
সাঁতরাগাছি ঝিল
বৈদ্যবাটী খালের পাখপাখালি
পূর্বস্থলীর চুপির চর

প্রজাতি চেনো
লাফাড়ু মাকাড়সা

কার্টুনে হনবিল ও নিয়মিত বিভাগ

শুভঙ্কর পাত্রের কথা

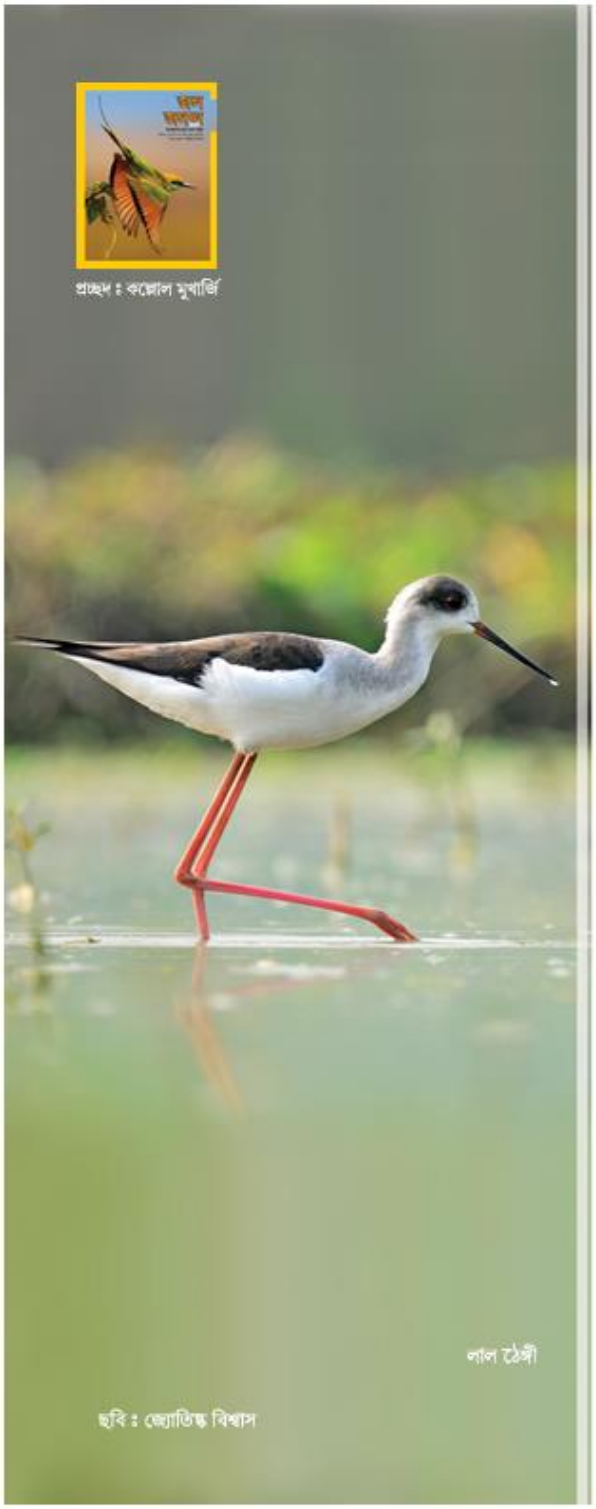

জল জঙ্গল-এর কথা আপনার পরিবেশ ভাবনার মুখপত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

জল
সাঁতরাগাছি ঝিল /৬
বৈদ্যবাটী খালের পাখপাখালি /১৯
পূর্বস্থলীর চুপির চর /৪৬

জঙ্গল
রাজামাল্লাই /১১
রঙ্গনাথিট্টু বার্ড স্যাঙ্কচুয়ারি /৫৫

পাখি
ঘুঘু পাখি /১৫
ঝুঁপুস পাখির কথা /১৭
ফ্লেমিংগোর সন্ধানে /২৫
কেন্দুয়ার পরিযায়ীরা /৩৪
দিঘর হাঁস /৩৬
দামোদর নদে মাছমারোল /৩৯
শর্ট ইয়ার্ড আউল /৪৩
কেশরাজ /৫১
পাখির খোঁজে মিশমি পাহাড়ে /৬০

ম্যানগ্রোভ চর্চা
বিচিত্রপুর /২৮
ভিতরকণিকা /৬৪
ম্যানগ্রোভ ও সুন্দরবন /৭১

প্রজাতি চেনো
লাফাড়ু মাকাড়সা /৩৮

আমাদের অগ্রজ, আমাদের প্রণম্য
শুভঙ্কর পাত্র /৫২

নিয়মিত বিভাগ
অ্যালবাম-১ /১৮
অ্যালবাম-২ /২৪
অ্যালবাম-৩ /৩৭
সাবস্ক্রিপশন ফর্ম /৪২
পত্রিকা পাওয়ার ঠিকানা /৫৯
রিভিউ /৭০

কার্টুন /৫০

প্রতিযোগিতার ফলাফল/৪৪

বুক রিভিউ /৫৪

সাঁতরাগাছি ঝিল

লেখা : তথ্যপ্রিয় দাস

বিগত কয়েক দশক ধরে দক্ষিণ বঙ্গে পরিযায়ী পাখি, বিশেষ করে হাঁস জাতীয় পাখি আসা অনেকটা কমে গেছে। আগে শীতের সময় আলিপুর চিড়িয়াখানা বা রাজারহাটের জলাভূমিতে ভিড় জমাত পরিযায়ী পাখিরা। সে এখন স্মৃতি। এই সব জায়গায় আসতে দেখা যায় না তাদের। আলিপুর চিড়িয়াখানাতে দূষণ বেড়েছে, বেড়েছে লোকের আনাগোনা। রাজারহাটের জলাভূমি হারিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের কাজে, আর রবীন্দ্র সরোবরের পাড় বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে ঝাঁ চকচকে করে, কেটে ফেলা হয়েছে অনেক গাছও। ফলে পরিযায়ী পাখিরা না পাচ্ছে খাদ্য না পাচ্ছে বাসস্থান। এদের থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী হল সাঁতরাগাছি ঝিল।

সাঁতরাগাছি ঝিলটি সাঁতরাগাছি স্টেশনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অনেক আগে এটি মূল গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে গঙ্গা পূর্বদিকে সরে গেলে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবে কতদিন আগে এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তা জানা যায়নি। সাঁতরাগাছি ঝিলটি বর্তমান রূপ নেয় যখন বি.এন.আর বা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে তৈরি

ছবি : গৌতম বর্মন
ছোটো সরাল

হয় যা বর্তমানে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে নামে পরিচিত। এটি ১৮৯১ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি খুলেছিল মাল পরিবহনের জন্য নাগপুর থেকে আসানসোল পর্যন্ত। পরে এটি ১৯০০ সালে হাওড়ার সাথে যুক্ত করা হয়। এই রেললাইন সাঁতরাগাছিতে পাতার সময় লাইন উঁচু করার জন্য ঝিল থেকে মাটি কাটা হয়। ঝিলের বর্তমান আয়তন ১০.৮৭ হেক্টর। লম্বায় ৯১৫ মিটার ও প্রস্থে ৩০৫ মিটার। গভীরতা ৪-৭ ফুট। বর্তমানে এটি বৃষ্টির জলে পুষ্ট এবং ১১টি নিকাশি নালার সাথে যুক্ত। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এটি সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে-এর ছিল। এর পর এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের অধীনে চলে যায়। তখন থেকে বনদপ্তর, স্থানীয় মানুষ এবং কিছু এন.জি.ও. ঝিলটির রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছেন।

কাম পাখি

দিঘর হাঁস (Northern Pintail)

লেখা ও ছবি ঃ সৌভিক মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে পরিযায়ী পাখিদের তালিকায় 'দিঘর হাঁস', দিক হাঁস বা 'ল্যাজাহাঁস' একটি পরিচিত নাম। শীতকালের শুরুতে ভারতীয় উপমহাদেশের জলাভূমিগুলিতে এরা ঝাঁকে ঝাঁকে হাজির হয়, মূলত বড় নদী, জলাশয়, উপকূলবর্তী জলাভূমি অঞ্চল এদের বাসস্থান।

এই হাঁসগুলি আকারে বেশ বড়। পুরুষ হাঁসের মাথাটি গাঢ় বাদামী বর্ণের। মাথার দুপাশে সাদা দাগ লম্বা গলা পর্যন্ত নেমে গেছে। ঠোঁট ও পা সীসে ধূসর বর্ণের। এদের লেজটি লম্বা ও পিনের মতো খাড়া। তাই এদের নাম 'Pintail'(*anas acuta)*। দেহের উপরি অংশের পালক ধূসর। পালকের ওপর কালো দাগ থাকে। স্ত্রী হাঁসের দেহ হালকা বাদামী, মাথার রঙ ধূসর বর্ণের। লেজের আকারও অনেক ছোট।

গাছপালা, গাছের বীজ ও ছোটখাটো কীটপতঙ্গ এদের খাদ্য। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর এদের প্রজনন কাল। প্রজননের সময় এরা শুকনো মাটিতে গাছপালার মাঝে বাসা বাঁধে। স্ত্রী হাঁস একসঙ্গে সাত থেকে নয়টি ডিম পাড়ে। প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ দিন পরে ডিমফুটে বাচ্ছা বেরোয়।

এরা খুব দ্রুতগতিতে উড়তে পারে। একটু ভয় পেলেই এরা অন্যত্র উড়ে যায়। মূলত রাতের বেলা, ভোরে ও সন্ধ্যের আগে এদের বেশী লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের চুপিচর, মংলাঝুড়ি, সাঁতরাগাছি, গজলডোবার মতো জলাভূমিতেও এদের অবাধ বিচরণ দেখা যায়।

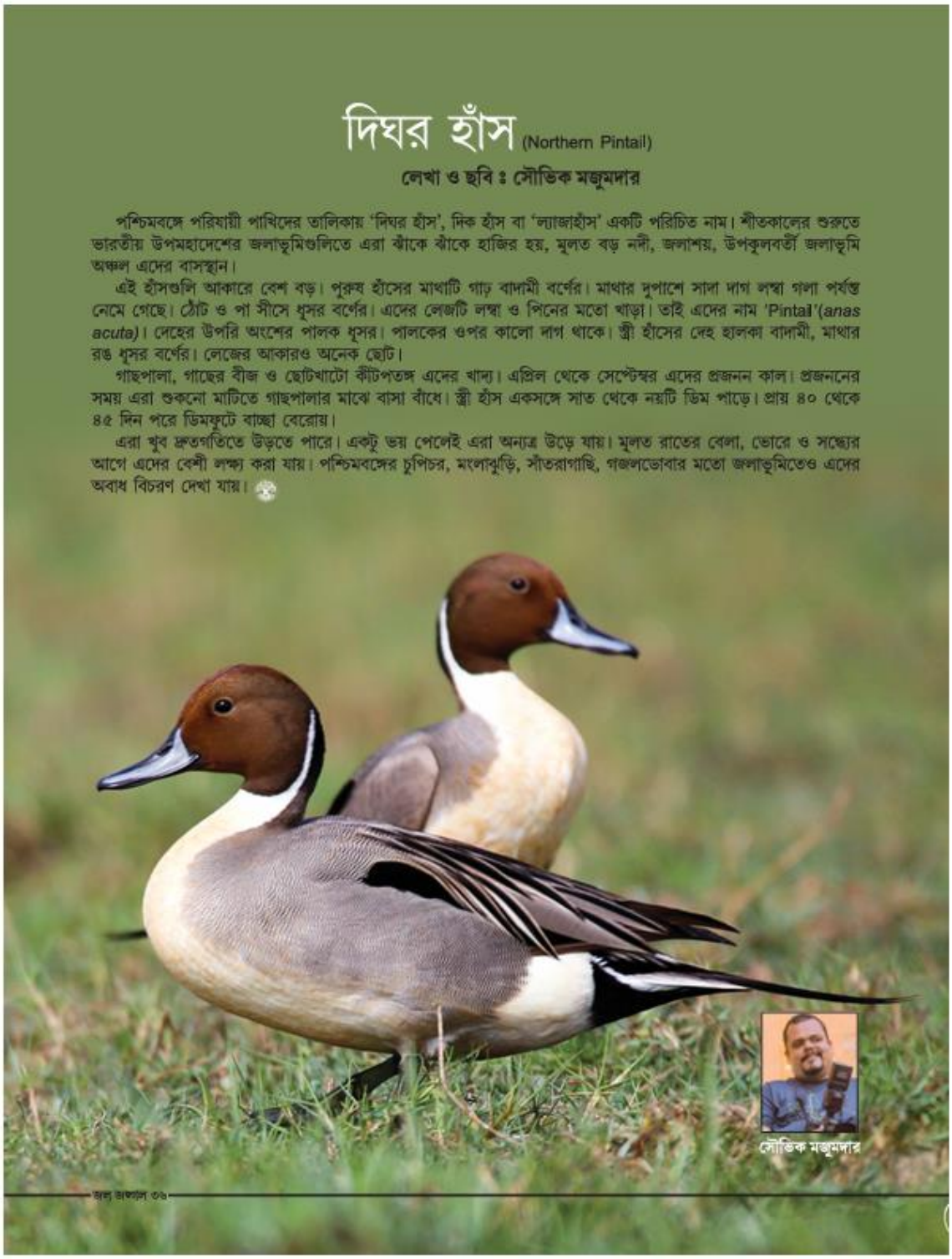

সৌভিক মজুমদার

ছবি : সুরজিৎ সরকার

Photo Courtesy : Biswajit Roy Chowdhury & NEWS

ম্যানগ্রোভ সাধারণভাবে ৩০ ডিগ্রি উত্তর থেকে ৩০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বড়ো নদীর মোহানায়, কম ঢেউয়ের প্রাবল্য বিশিষ্ট অঞ্চলের পলিমাটিতে জন্মায়। তবে এদের বেঁচে থাকার জন্য মিষ্টি জলের জোগান থাকাটাও আবশ্যিক শর্ত। উল্লেখ্য, সুন্দরবন ছাড়াও ভারতে মহানদী, কৃষ্ণা, গোদাবরী, কাবেরী ইত্যাদি নদীর মোহানায়, কিছু উপকূল অঞ্চল ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ম্যানগ্রোভের বিস্তার দেখা যায়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের বর্ণনা অনুযায়ী ম্যানগ্রোভ একধরনের ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয়, উপকূলীয় বনভূমি, যা জোয়ারের জলে পুষ্ট নদী বা খাঁড়ি দ্বারা অথবা সাগরের জল দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং জোয়ারের জলে প্রতিনিয়ত অবগাহন করা ভূভাগে জন্মায়।

ম্যানগ্রোভ বলতে সাধারণত চিরহরিৎ, মাঝারি বা খাটো উচ্চতার কাষ্ঠল বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদকে বোঝালেও বিভিন্ন গুল্ম বা ঝোপঝাড়ও দেখা যায় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে। আবার স্থানবিশেষে ম্যানগ্রোভ বনভূমির প্রকারভেদও দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত নীচু অঞ্চল যা দিনে দু'বার করে জোয়ারের জলের নীচে থাকে সেখানে প্রকৃত ম্যানগ্রোভের (Nature mangrove) বাদাবন দেখা যায়, এদের swampy mangrove বলে। যেসব ভূভাগ শুধুমাত্র ভরা কটাল বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জলমগ্ন থাকে সেখানে back mangrove দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদগুলোকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় হ্যালোফাইট বা লবণাম্বু উদ্ভিদ বলে। এরা এমন মাটিতে জন্মায় যেখানে মাটিতে ছিদ্রের পরিমাণ কম তাই মাটিতে অক্সিজেন চলাচল ব্যাহত হয়। তাছাড়া দিনে প্রায় বারো ঘণ্টা জোয়ারের জলে ডুবে থাকে ভূভাগ। এইরকম অক্সিজেন বিহীন বা অল্প অক্সিজেন সমৃদ্ধ মাটি যেখানে লবণের পরিমাণও বেশি, সেখানে বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন অভিযোজন দেখা যায়। প্রসঙ্গত সুন্দরবনের এই ধরনের মাটিকে শারীরবৃত্তীয় শুষ্ক মৃত্তিকা (Physiologically dry soil) বলে। সাধারণভাবে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদদের মূলতন্ত্র সুগঠিত নয়। মাটির ওপরের স্তরেই জালের মতো বিস্তার লাভ করে মূল ও তার শাখা প্রশাখা। কারণ মাটির ওপরের স্তরেই বিভিন্ন বেন্থিক প্রাণী যেমন কবচী, কম্বোজ, স্বাধীনভাবে

ছবি : হিরণ্ময় মাইতি